বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয় - বাংলা সাহিত্য
শ্রেণি - স্নাতকোত্তর (পি.জি.)
পাঠ পর্যায় - ৪র্থ (Semester-IV)
কোর্স নং - BNG-402
ইউনিট - ৩

শিক্ষিকা - ড. ছন্দা ঘোষাল

VIDYASAGAR UNIVERSITY
PASCHIM MIDNAPORE - 721102
WEST BENGAL

আধুনিক কাব্য

বি.দ্র. - সিলেবাসে প্রদত্ত 'আধুনিক সাহিত্য' নামক রবীন্দ্র প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্তি আছে; কিন্তু অনুসন্ধানের প্রেক্ষিতে দেখেছি এই নামে রবীন্দ্রনাথের একটি 'প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থ' আছে। কিন্তু সেখানে 'আধুনিক সাহিত্য' শীর্ষক কোন প্রবন্ধ নেই। তাই ধরে নেওয়া যেতে পারে উক্ত প্রবন্ধটি সম্ভবত 'আধুনিক সাহিত্য' শীর্ষক না হয়ে 'আধুনিক কাব্য' হবে - যেটি রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সম্ভাবনার নিরিখেই এই বিষয়ে পাঠদানে অগ্রসর হওয়া গেল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'আধুনিক কাব্য' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয় বৈশাখ, ১৩৩৯ 'পরিচয়' পত্রিকায়। তারপর, প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের পথে' প্রবন্ধ সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয় বাংলা ১৩৪৩ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়। এই সংকলনগ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় চৈত্র, ১৩৫২ সালে।

Scanned with CamScanner

'সাহিত্যের পথে' সংকলনের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য প্রবন্ধগুলি হলো — বাস্তব, কবির কৈফিয়ত, সাহিত্য, তথ্য ও সত্য, সৃষ্টি, সাহিত্যধর্ম, সাহিত্যে নবত্ব ('প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশকালে প্রবন্ধটির শীর্ষনাম ছিল 'যাত্রীর ডায়ারি'), সাহিত্যবিচার, সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যের তাৎপর্য।

'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেন 'শ্রীমান অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে'।

'আধুনিক কাব্য' — প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন 'আধুনিক' কিংবা 'আধুনিক সাহিত্য' সম্পর্কে সমসাময়িক তাত্ত্বিকদের ধারণাকে অতিক্রম করেছেন বা ভেঙেছেন অন্যদিকে তেমনি এ সম্পর্কে নিজস্ব বিচারের নিরিখে নিজস্ব মত-ও প্রতিষ্ঠা করেছেন।

'আধুনিকতা' বা 'আধুনিক কাব্য' তথা সাহিত্য সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা ও নব্য ভিক্টোরীয় তথা রোমান্টিক যুগের কাব্য কিংবা সেই সূত্রে তাঁর কাব্য সম্পর্কে সমালোচকদের ওঠা অভিযোগকে নস্যাৎ করতে এবং এ বিষয়ে নিজস্ব মতকে প্রতিষ্ঠা করতে আলোচ্য প্রবন্ধে দেশ-কাল নির্বিশেষে একাধিক কবি-সাহিত্যিকের এবং তাঁদের রচনার পর্যালোচনা করেছেন তিনি। যেমন 'আধুনিক' সম্পর্কে ধারণা দিতে গিয়ে প্রথমেই তিনি বলছেন — 'মডার্ন বিলিতি কবিদের সম্বন্ধে আমাকে কিছু লিখতে অনুরোধ করা হয়েছে। কাজটা সহজ নয়। কারণ, পাঁজি মিলিয়ে মডার্নের সীমানা নির্ণয় করবে কে। এটা কালের কথা ততটা নয় যতটা ভাবের কথা।.... আধুনিকতা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।'

নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে যেমন হঠাৎ বাঁক নেয়, সাহিত্যও তেমনি চলতে চলতে মাঝে মাঝে বাঁক নেয়। সেই বাঁকটাকেই বলে মডার্ন বা আধুনিক। এই হিসেবে উনিশ শতকের (নব্য ভিক্টোরীয় যুগের) রোমান্টিক কাব্যধারাও ছিল সেই যুগের কাছে আধুনিক। কেননা যেসব কবি পূর্ববর্তী যুগের ক্লাসিক কাব্যরীতি থেকে সরে এসে আপন খেয়াল খুশিকেই তাঁদের কবিতায় প্রাধান্য দিলেন। — 'তখনকার কালে কাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ হচ্ছে ব্যক্তিগত খুশির দৌড়।' এই দলে ছিলেন কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কীটস, কোলরিজ। তাঁরা বাহ্যজগৎকে নিজের অন্তরের যোগে দেখেছিলেন। আপন কল্পনা,

Scanned with CamScanner

মত, রুচি সেই জগৎকে যে কেবল মানবিক ও মানসিক করেছিল তা নয়, তাকে করেছিল বিশেষ কবির মনোগত। তাই ওয়ার্ডসওয়ার্থের জগৎ ছিল বিশেষভাবে ওয়ার্ডসওয়ার্থীয়, শেলির ছিল শেলীয়, বাইরনের ছিল বাইরনিক। রচনার ইন্দ্রজালে সেটা পাঠকেরও নিজের হয়ে উঠত। তখনকার কালে সেটাই ছিল আধুনিকতা।

কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে অর্থাৎ বিশ শতকের দ্বিতীয়, তৃতীয় দশকে সেই আধুনিকতাকেই সেকেলে, মধ্য-ভিক্টোরীয় বলে পাশে সরিয়ে রাখা হয়। একালের কবিরা বলেন কবিতাকে মোহবর্জিত হতে হবে। তাই বস্তুকে নির্মোহ দৃষ্টিতে তদগত করে দেখতে হবে। তাকে কল্পনার মায়াকাজল পরিয়ে অলংকারে ভারাক্রান্ত করা চলবে না। রবীন্দ্রনাথ ~~[illegible]~~ পরিহাস করে বলেছেন — 'এখনকার দিনে ছাঁটা কাপড় ছাঁটা চুলের খটখটে আধুনিকতা। ... নিজের মনের মতো করে পছন্দ করা, বাছাই করা, সাজাই করা, এ এখন চলবে না। বিজ্ঞান বাছাই করে না, যা-কিছু আছে তাকে আছে বলেই মেনে নেয়, ব্যক্তিগত অভিরুচির মূল্যে তাকে যাচাই করে না, ব্যক্তিগত অনুরাগের আগ্রহে তাকে সাজিয়ে তোলে না। ... আমি কী ইচ্ছে করি সেটা তার কাছে বড়ো নয়, আমাকে বাদ দিয়ে জিনিসটা স্বয়ং কিরকম কী সেইটেই বিচার্য। আমাকে বাদ দিলে মোহের আয়োজন অনাবশ্যক। তাই এই বৈজ্ঞানিক যুগের কাব্যব্যবস্থায় যে ব্যয়সংক্ষেপ চলছে তার মধ্যে সব চেয়ে প্রবল ছাঁট পড়ল প্রসাধনে। ছন্দে বন্ধে কোথায় অতিরিক্ত বাহুল্য ঢুকে যাবার পথে। সেটা সহজভাবে নয়, অতীত যুগের নেশা কাটাবার জন্যে তাকে কোমর বেঁধে অস্বীকার করাটা হয়েছে প্রথা। পাছে অভ্যাসের টানে বাছাই-বুদ্ধি পাঁচিল ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে এই জন্যে পাঁচিলের উপর রূঢ় রুক্ষভাবে ভাঙা কাঁচ বসানোর চেষ্টা।' ~~[illegible]~~, তাই বোধহয় একালের কবিকে খানিকটা জোর করেই নিজের হৃদস্পন্দনকে সূর্যের, ওক গাছের, অ্যাপোলো দেবতার পাশাপাশি ব্যাঙের সঙ্গেও তুলনা করতে হয় — 'I am the greatest laughter of all / ... Than the frog and Apollo.' ওটা হলো ভাঙা কাঁচ। 'ব্যাঙ না বলে যদি বলা হত সমুদ্র তা হলে এখনকার যুগ আপত্তি করে বলতে পারত, ওটা দস্তুরমত কবিয়ানা। হতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি উলটো তাঁদের দস্তুরমত কবিয়ানা হল ঐ ব্যাঙের কথা। অর্থাৎ, ওটা সহজ কলমের লেখা নয়, গায়ে পড়ে পা মাড়িয়ে দেওয়া।'

Scanned with CamScanner

বস্তুত উনিশ শতকে যেটা ছিল কাব্যের রঙ রঙিন বিশ শতকের দ্বিতীয়, তৃতীয় দশকে সেটা বাস্তবতার আদলে হয়ে আসে ফিরে। কেন্দ্রের অবস্থান ঘুরে গিয়ে সেটা যা তাকে ঠিক সেভাবেই দেখার প্রয়াস দেখা গেল। 'কাব্যে বিষয়ীর আত্মতা ছিল উনিশ শতাব্দীতে, বিশ শতাব্দীতে বিষয়ের আত্মতা। এইজন্যে কাব্যবস্তুর বাস্তবতার উপরেই ঝোঁক দেওয়া হয়, অলংকারের উপর নয়। কেননা, অলংকারটা ব্যক্তির নিজেরই রুচিকে প্রকাশ করে, খাঁটি বাস্তবতার জোর হচ্ছে বিষয়ের নিজের প্রকাশের জন্যে।... কেউ সুন্দর, কেউ অসুন্দর; কেউ কাজের, কেউ অকাজের; কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো ছুতোয় কাউকে বাতিল করে দেওয়া অসম্ভব। সাহিত্যে, চিত্রকলাতেও সেই রকম।... এই-জন্যে আজকের দিনে যে-সাহিত্য আধুনিকের ধর্ম মেনেছে, সে সাবেক-কালের কৌলীন্যের লক্ষণ সাবধানে মিলিয়ে জাত বাঁচিয়ে চলাকে অবজ্ঞা করে, তার বাছবিচার নেই। এলিয়টের কাব্য এই রকম হালের কাব্য।' এলিয়ট লিখছেন — এ-ঘরে ও-ঘরে যাবার রাস্তায় সিদ্ধ মাংসের গন্ধ, / তাই নিয়ে শীতের সন্ধ্যা জমে এল। / এখন ছটা— / ধোঁয়াটে দিন, পোড়া বাতি, শেষ অংশে ঠেকল। / বাদলের হাওয়া পায়ের কাছে উড়িয়ে আনে / পোড়ো জমি থেকে ঝুলমাখা শুকনো পাতা / আর ছেঁড়া খবরের কাগজ।' তারপর বাসি বিয়ার-মদের গন্ধ-ওয়ালা কাদামাখা সকালের বর্ণনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—এও একটা মোহ, এর মধ্যেও শান্ত নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে সহজভাবে গ্রহণ করবার গভীরতা নেই। কোনো কোনো গাছে ফুলে পাতায় কেবলই পোকা ধরে, আবার অনেক গাছে ধরে না — প্রথমটাকে প্রাধান্য দেওয়াকেই কি বাস্তব-সাধনা বলে বাহাদুরি করতে হবে। যদি বলা হয়, আগেকার কবিরা বাছাই করে কবিতা লিখতেন, অতি-আধুনিকরা বাছাই করেন না, সে কথা মানতে পারি নে; এঁরাও বাছাই করেন। তাজা ফুল বাছাই করাও বাছাই, আর শুকনো পোকায়-খাওয়া ফুল বাছাইও বাছাই। তাঁরা যে-বিশ্বকে দেখছেন এবং দেখাচ্ছেন সেটা ভাঙন-ধরা, রাবিশ-জমা, ধুলো-ওড়া। তারপর রবীন্দ্রনাথ খ্রিস্টান ধর্মের ক্যাটিকিজমের ধাঁচে নিজেই প্রশ্ন করে নিজেই উত্তর দিয়ে বলছেন— 'আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তাহলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্তভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গতভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।... এই-যে নিরাসক্ত সহজ দৃষ্টির আনন্দ এ কোনো বিশেষ কালের নয়। যার চোখ এই অনাবৃত

Scanned with CamScanner

জগতে সঞ্চরণ করতে জানে এ তারই।' এই হিসাবে হাজার বছর উত্তীর্ণ কালের চীনা কবি লি-পো-কে তিনি বলেছেন আধুনিক কবি।

পরিশেষে তিনি, বিতর্কিত আধুনিক যুগের কাব্যবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে বলেছেন – 'মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগ বাস্তবকে সম্মান করে তাকে শ্রদ্ধেয় রূপেই অনুভব করতে চেয়েছিল, এ যুগ বাস্তবকে অবমানিত করে সমস্ত আব্রু ঘুচিয়ে দেওয়াকেই সাধনার বিষয় বলে মনে করে।... অতএব মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগকে যদি অতিভদ্রয়ানার পাণ্ডা বলে ব্যঙ্গ কর তবে এডোয়ার্ডি যুগকেও ব্যঙ্গ করতে হয় উলটো বিশেষণ দিয়ে। ... সায়ান্সই বল আর আর্টই বল, নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন; য়ুরোপ সায়ান্সে সেটি পেয়েছে কিন্তু সাহিত্যে পায়নি।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৩৪৬ সালে 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'রোম্যান্টিক' কবিতা (১৩৪৭ সালে 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়) কবিতায় আধুনিক সাহিত্য ও তার বস্তুবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ ভাবনা কাব্যাকারে প্রকাশিত হয়েছিল।

তথ্যসূত্র:

১. সাহিত্যের পথে : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বি.ভা.গ্র.বি.

~~[illegible]~~

২. বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড : সুকুমার সেন

৩. রোম্যান্টিক, নবজাতক : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর